ইউনিট
১

অর্থনীতি পরিচিতি

Introduction to Economics

ভূমিকা

এই ইউনিটে অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অর্থনীতিকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন, তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অর্থনীতি বিজ্ঞান কি না– এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এ ইউনিটে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থনীতির পরিধির ব্যাপকতা ও গুরুত্ব আপনি এ ইউনিট থেকে জানতে পারবেন। অর্থনীতি ইতিবাচক না নীতিবাচক, তা উদাহরণের সাহায্যে এই ইউনিটে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থনীতির দু'টো প্রধান শাখা– ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির ধারণা, এদের মধ্যকার পার্থক্য, এদের পারস্পরিক গুরুত্ব কতখানি, তা এ ইউনিটে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এসব ছাড়াও অর্থনীতির কিছু মৌলিক সমস্যা আছে। এ ইউনিটের মাধ্যমে আপনি কিছু মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে পরিচিত হতে পারবেন।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে–

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১.১ : অর্থনীতি, অর্থনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু

পাঠ ১.২ : অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি

পাঠ ১.৩ : অর্থনীতির প্রকারভেদ এবং কতিপয় মৌলিক অর্থনৈতিক ধারণা।

পাঠ ১.১ অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু
DEFINITION AND SCOPE OF ECONOMICS

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষ করে আপনি

- অর্থনীতির সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতি সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন, তা জানতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থনীতির সংজ্ঞা
Definition of Economics

সীমাহীন অভাবের মধ্যে একটি মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পরপরই তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ওষুধপত্র, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদের সুবিধা এবং আরো বহু জিনিস প্রয়োজন হয়। কিন্তু এসবের সরবরাহ অনেক সময় পর্যাপ্ত নয়। অন্যদিকে, মানুষের অভাব সীমাহীন। তাই মানুষ প্রকৃতিপ্রদত্ত সীমিত সম্পদ দিয়ে তার সীমাহীন অভাব পূরণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। মানুষের এসব কার্যক্রমকে অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং মানুষের যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সীমিত সম্পদ দিয়ে তার সীমাহীন অভাব মেটানোর জন্য গ্রহণ করা হয় তার আলোচনাকে অর্থনীতি বলে।

অর্থনীতির ইংরেজি 'Economics' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'ওইকোনোমিয়া' (Oikonomia) হতে উদ্ভূত হয়েছে; যার অর্থ হচ্ছে 'গৃহ পরিচালনা' (Household Management)। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল অর্থনীতিকে 'গৃহ পরিচালনার' বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে অর্থনীতি শব্দের অর্থ আর গৃহ পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিখ্যাত পণ্ডিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে প্রাচীনকালে অর্থনীতি চর্চার কথা স্বীকার করা হলেও বস্তুতঃ অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে আধুনিক কালের শাস্ত্র।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে অর্থনীতিকে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এই সংজ্ঞাগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন: (i) সম্পদের বিজ্ঞান, (ii) কল্যাণের বিজ্ঞান, (ii) অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান (Science of Wealth) বলে অভিহিত করেন। অর্থনীতির দ্বিতীয় সংজ্ঞার প্রধান প্রবক্তা হলেন আলফ্রেড মার্শাল, যাঁকে আধুনিক অর্থনীতির জনক বলা হয়। এছাড়াও ফিশার, পিগু, ডেভেনপোর্ট, ক্যানন, অ্যারো প্রমুখ। নিউ ক্লাসিকেল অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতিকে কল্যাণের বিজ্ঞান (Science of Welfare) বলে অভিহিত করেছেন। পক্ষান্তরে, এল রবিন্স হলেন তৃতীয় সংজ্ঞার প্রধান প্রবক্তা। রবিন্স প্রদত্ত সংজ্ঞাটি সবচাইতে বিজ্ঞানসম্মত। এর কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এর গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধ্যাপক এল রবিন্স, ক্রেয়ারন্ক্রস প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে 'অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান' (Science of Scarcity) বলে অভিহিত করেছেন।

অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞা Definition of Adam Smith ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ এবং তাঁর অনুসারী ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। অ্যাডাম স্মিথ তাঁর 'An Inquirg into the Nature and Causes of the Wealth of Nations' নামক গ্রন্থে বলেছেন, অর্থনীতি হচ্ছে এমন এক বিজ্ঞান, যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি এবং তার কারণ অনুসন্ধান করে। সম্পদ কীভাবে উৎপাদিত হয় এবং তা কীভাবে মানুষের উপকারে লাগে তাই ছিল তার আলোচ্য বিষয়। অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণভাবে ভুল নয়। অর্থনৈতিক আলোচনায় সম্পদ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু অর্থনীতি মানুষের আচরণ নিয়েও আলোচনা করে।

অ্যাডাম স্মিথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জন স্টুয়ার্ট মিল, জে বি সে, ওয়াকার প্রমুখ অর্থনীতিবিদরাও অর্থনীতিকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করেন।

সমালোচনা
Criticisms

অ্যাডাম স্মিথের মূল সমালোচনা গুলো নিচে উলেখ করা হলোঃ

(১) অ্যাডাম স্মিথ তাঁর সংজ্ঞায় সম্পদের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সম্পদের নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। মানুষের অভাব মেটানোর ক্ষমতার ওপর সম্পদের মূল্য নির্ভর করে। সম্পদের ব্যাবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্য আছে। সুতরাং যেসব বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যের ব্যাবহারিক ও বিনিময় মূল্য আছে তাদেরকে সম্পদ বলে। এসব সম্পদ মানুষের অভাব মেটাতে পারে। কিন্তু অ্যাডাম স্মিথ শুধুমাত্র বস্তুগত দ্রব্যকেই সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

(২) মানুষ সীমিত সম্পদের সাহায্যে তার সীমাহীন অভাব কীভাবে মোচন করতে পারে, তার আলোচনাই অর্থনীতির মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু অ্যাডাম স্মিথ তাঁর সংজ্ঞায় অভাব মোচনের পথ ও পদ্ধতির কোনো দিক-নির্দেশনা দেননি।

মার্শালের সংজ্ঞা
Definition of Marshall

অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞায় সম্পদের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু মার্শালের সংজ্ঞার মূল আলোচ্য বিষয় হলো অভাব মোচনসংক্রান্ত মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলি। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Economics of Industry' নামক গ্রন্থে মার্শাল বলেছেন, 'অর্থনীতি মানুষের জীবনের দৈনন্দিন সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে'। মানুষের সাধারণ কার্যাবলি বলতে বোঝায় যে, মানুষ কীভাবে অর্থ উপার্জন করে ও কিভাবে সেই উপার্জিত অর্থ তার বিভিন্ন অভাব মেটানোর জন্য ব্যয় করে। মার্শালের এ বক্তব্যের সাথে ক্যানন, অ্যারো, পিগু এবং অন্য অর্থনীতিবিদরা একমত প্রকাশ করেন।

সমালোচনা
Criticisms

অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অধ্যাপক রবিন্স কর্তৃক নিম্নোক্তভাবে সমালোচিত হয় :

(১) মার্শালের সংজ্ঞানুযায়ী মানুষের যেসব কার্যাবলি মানব কল্যাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত কেবল সেগুলোই অর্থনীতির আলোচনার বস্তু। তাঁর মতে, অর্থনীতি শুধুমাত্র মানব কল্যাণের কারণসমূহ আলোচনা করে। মার্শালের সংজ্ঞা মেনে নিলে বলতে হয় যে, অর্থনীতি হলো মূল্যবোধ নিরপেক্ষহীন বিজ্ঞান। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি যে, অর্থনীতি মানুষের এমন অনেক কার্যাবলি আলোচনা করে, যার সাথে মানব কল্যাণের কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ অর্থনীতি, নীতিবিষয়ক মতামত প্রকাশ করে না। যেমন- মদ, গাঁজা, আফিম, ক্ষতিকারক ওখুধ প্রভৃতির উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের সাথে মানব কল্যাণের কোন সম্পর্ক নেই। অতএব মার্শালের সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ।

(২) অধ্যাপক মার্শালের সংজ্ঞা অনুসারে মানব কল্যাণ শুধুমাত্র বস্তুজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে মানব কল্যাণ বস্তুজাত ও অবজাত উভয় প্রকার দ্রব্যের উপর নির্ভর করে। যেমন- একজন ডাক্তারের সেবা বস্তুজাত দ্রব্য না হলেও তা মানব কল্যাণ বৃদ্ধি করে।

(৩) মার্শালের মতে, মানব কল্যাণ অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য। কিন্তু, মানব কল্যাণ যেহেতু একেই বস্তুগত মানসিক অনুভূতি, তাই এটি অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায় না।

এল. রবিন্সের সংজ্ঞা
Definition of L. Robins

এল. এস.ই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এল, রবিন্স তাঁর 'Nature and Significance of Economic Science' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "অর্থনীতি মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সসীম সম্পদের সম্পর্ক বিষয়ক মানব আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে। অধ্যাপক রবিন্সের সংজ্ঞাকে বিশেষণ করলে তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়ঃ

১) অসীম অভাব : প্রতিটি মানুষের অভাব অসীম। সীমাহীন অভাবের এক সর্বব্যাপী আবেষ্টনীর মধ্যে তার বসবাস। তার একটি অভাব মিটলে সাথে সাথে অন্য অভাব দেখা দেয়। তার খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতির মত নিত্য প্রয়োজনীয় মৌলিক অভাবগুলো মিটে গেলে রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির মত বিলাসজাত দ্রব্যের অভাব দেখা দেয়। মানুষের এই অভাব থেকে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং সে এসব সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য নিরন্তর অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এবোধ থেকেই মানুষের অর্থনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টার উদ্ভব হয়।

(২) সীমিত সম্পদ : অর্থনীতিতে সম্পদের একটি বিশেষ অর্থ আছে। যেসব দ্রব্যের উপযোগ আছে, বিনিময় মূল্য আছে, অর্থাৎ যোগান সীমিত, হস্তান্তরযোগ্য এবং বাহ্যিকতা আছে, তাকে সম্পদ বলে। সীমাহীন অভাবের তুলনায় মানুষের সম্পদ খুব সীমিত। সম্পদের অপ্রতুলতার জন্য মানুষকে অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আবার, সম্পদ সীমিত বলে বিভিন্ন অভাবের মধ্যে কোন্‌টি অত্যাবশ্যকীয় তা বাছাই করতে হয়।

(৩) সম্পদের বিকল্প ব্যবহার : রবিন্সের সংজ্ঞায় দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়েছে। উৎপাদনের উপকরণগুলো বিকল্প ব্যবহারযোগ্য। মানুষের অভাব সীমাহীন; কিন্তু উৎপাদনের উপকরণ বা সম্পদ সীমিত। তাই সসীম সম্পদের সাহায্যে কিভাবে অসীম অভাব পূরণ করা যায়, তাই অর্থনীতির আলোচনার অন্যতম মূল বিষয়। একই উৎপাদনের উপকরণ বা সম্পদ একাধিক অভাব মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- এক টুকরো জমিতে ধান ও পাট উভয়ই চাষ করা যায়, কিন্তু একসাথে চাষ করা যায় না। ধান চাষ করলে পাট চাষ করা যায় না। অর্থাৎ সীমিত সম্পদ দিয়ে একই সময়ে একাধিক অভাব মেটানো সম্ভব নয়। তাই সম্পদের বিকল্প ব্যবহার জরুরি হয়ে পড়ে। এজন্য মানুষকে তার সীমাহীন অভাবসমূহের মধ্যে কোনটি আবশ্যকীয় তা বাছাই করতে হয় এবং বাছাইকৃত অভাব বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সম্পদ দ্বারা মেটাতে হয়।

সমালোচনা

Criticisms

অধ্যাপক রবিন্সের সংজ্ঞাটিও পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ তাঁর সংজ্ঞাটির সমালোচনা করেছেন। নিচের আলোচনা থেকে তাদের সমালোচনা সম্পর্কে আপনি ধারণা পাবেন।

(১) রবিন্সের সংজ্ঞানুযায়ী, যার উপযোগ আছে এবং যার যোগান সীমিত তাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। কিন্তু মানুষের এমন বহু কার্যাবলি আছে যার উপযোগ আছে এবং যোগানও সীমিত; কিন্তু তাদের বিনিময় মূল্য নেই। তাই এসব কার্যাবলি অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। কেউ যদি তার সন্তানকে স্নেহ-প্রীতি প্রদর্শন করেন তা অর্থনীতির আওতাভুক্ত হবে না। সুতরাং মানুষের জীবনের সব ধরনের কার্যাবলি অর্থনীতির আওতাভুক্ত নয়।

(২) রবিন্সের সংজ্ঞায় সমাজের মানবিক দিক ভীষণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। রবিন্স অর্থনীতিকে শুধুমাত্র মূল্য নিরূপণ তত্ত্বে পরিণত করেছেন। কিন্তু বেভারিজ (Beveridge), লাঞ্জ (Lange), হিকস (Hicks), ফিশার (Fisher), ক্যালডোর, অসকারলেঞ্জ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে মূল্য নিরূপণ তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নন। তাঁদের মতে, রবিন্সের সংজ্ঞা মেনে নিলে অর্থনীতির অন্য বিষয়সমূহ অর্থনীতির আলোচনা থেকে বাদ পড়ে যায়। তাছাড়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সামাজিক কল্যাণ সবার আগে বিবেচনা করতে হয়। সুতরাং কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়টি একজন অর্থনীতিবিদকে অবশ্যই বিচার করে দেখতে হবে।

(৩) অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থনীতির একটি প্রধান আলোচনার বিষয়। কিন্তু রবিন্সের সংজ্ঞায় এ দিকটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।

অর্থনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তু

Scope or Subject Matters of Economics

অর্থনীতি কী– এ বিষয়টি পরিষ্কার হবার পর আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে অর্থনীতির পরিধি কতটা ব্যাপক? অর্থনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তু নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। অর্থনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করা যায় :

(১) অর্থনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান : অর্থনীতি সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ ও কার্যাবলি আলোচনা করে। কিন্তু এটি মানুষের সব ধরনের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে না। যেসব কার্যাবলি অর্থ-আয় ও অর্থ-ব্যয়ের সাথে জড়িত, কেবল সেসব কার্যাবলি নিয়ে অর্থনীতি আলোচনা করে। আবার সমাজবহির্ভূত মানুষের আচরণ ও কার্যাবলি অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় নয়।

(২) অন্যান্য বিজ্ঞানের কিছু বিষয়বস্তু অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত : অর্থনীতিকে অনেক সময় অন্যান্য বিষয়ের সাহায্য নিতে হয়। এমন অনেক অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু আছে, যেগুলোর ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আয়কর প্রগতিশীল হলে কর দাতাদের মানসিকতা কীরূপ হবে তা মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সাহায্যে জানা যাবে।

(৩) অর্থনীতির মূল লক্ষ্য অভাব মোচন : মানুষ কীভাবে তার অভাব মোচন করে তা-ই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। সমাজবদ্ধ মানুষ তার সামাজিক জীবনে সীমাহীন অভাবের সম্মুখীন হয়। কিন্তু অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদ অত্যন্ত সীমিত। স্টোনিয়ার এবং হেগ বলেছেন, অর্থনীতি স্বল্পতা এবং স্বল্পতাজনিত সমস্যাদি আলোচনার শাস্ত্র। মানুষ সীমিত সম্পদ দিয়ে কীভাবে হক সম্পদ উৎপন্ন করে এবং কীভাবে এ সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে তার অভাব মোচন ও সার্বিক কল্যাণ অর্জন করে তা-ই অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অর্থনীতির বিষয়বস্তু বা পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যাপক অর্থে এবং কেউ কেউ সংকীর্ণ অর্থে এর পরিধি নির্ধারণ করেছেন। অ্যাডাম স্মিথের মতে, জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে দান করা অর্থনীতির কাজ। আলফ্রেড মার্শাল যুক্তি দেন যে অর্থনীতির বিষয়বস্তু হলো- মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলি। অন্যদিকে অধ্যাপক রবিন্সের মতে, অপ্রাচুর্যজনিত সমস্যাবলীর অনুশীলন অর্থনীতির মূল বিষয়বস্তু। আবার অধ্যাপক ভাইনার (Prof. Viner) অর্থনীতির পরিধিকে অত্যন্ত ব্যাপক করে তুলেছেন। তাঁর মতে, অর্থনীতিবিদরা যা কিছু আলোচনা করেন তা-ই অর্থনীতির আওতাভুক্ত। কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থনৈতিক বিধিসমূহ বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অনেক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান বের করা যায়। অর্থনৈতিক তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োগ করে উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, সরকারি অর্থব্যবস্থা, ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থা, বাজার ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ, জনসংখ্যা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি সংক্রান্ত সকল সমাধান বের করা সম্ভব। অতএব অর্থনীতির পরিধিও ব্যাপক।

সারসংক্ষেপ

- অপ্রাচুর্যজনিত সমস্যাবলির অনুশীলন অর্থনীতির মূল বিষয়বস্তু;
- অর্থনীতির বিষয়বস্তু হলো– মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলি;
- অ্যাডাম স্মিথের পদাংক অনুসরণ করে জন স্টুয়ার্ট মিল, জে বি সে, ওয়াকার প্রমুখ অর্থনীতিবিদরাও অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করেন।

পাঠ ১.২ অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি
Economics & Managerial Economics

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি কী? এর আওতা ও পরিধি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সাধারণ অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির পার্থক্য জানতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মূলপাঠ

ভূমিকা

সবক্ষেত্রে যখন বিজ্ঞানের জয়জয়কার তখন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এফ ডব্লিউ টেইলর প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনা তারই ফলশ্রুতি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাকে সবদিক থেকে সফল করার জন্য পরিমাপক হিসেবে যেটিকে বিবেচনা করা হয়, তা হলো প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতা। পাশাপাশি আরও একটি বিষয়কে বিবেচনা করা হয়, তা হলো সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় এবং দক্ষতার সাথে প্রতিষ্ঠানের গুণগত মানসম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদন কণার ক্ষমতা। এসব বিষয়ই কোনো না কোনোভাবে অর্থনৈতিক চলক ও পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং যুগের প্রয়োজনেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাকে সফল করে তোলার স্বার্থে একজন ব্যবস্থাপককে অর্থনীতি পাঠেও মনোনিবেশ করতে হয়। তাহলে একজন ব্যবস্থাপককে কি একই সঙ্গে অর্থনীতি বিষয়েও বিশেষজ্ঞ হতে হব! কখনোই না, বরং ব্যবস্থাপনীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনীয় চলকগুলো যেসব অর্থনৈতিক চলকের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় সেগুলোর প্রকৃতি, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সেগুলোর আচরণ, প্রতিক্রিয়া এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সেগুলোর প্রায়োগিক সম্ভাবনার বিষয়ে একজন ব্যবস্থাপকের অবগত থাকা প্রয়োজন। সুতরাং প্রয়োজন হয়ে পড়ে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অর্থনীতির পাঠ। আর সে প্রয়োজন থেকেই সৃষ্টি ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি শাস্ত্রটির।

ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি

ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনীতি এ দুটি শব্দের সমন্বয়ে ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি কথাটি গঠিত। সুতরাং ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে প্রথমত ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনীতি বলতে কী বোঝায়, তা জানা প্রয়োজন।

হেনরি ফয়েলের মতে, ব্যবস্থাপনার কাজ হচ্ছে 'অনুমান ও পরিকল্পনা গ্রহণ, সংগঠন, নির্দেশনা প্রদান, সমন্বয় সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ' উৎস: ফারলেক্স ফিনানশিয়াল ডিকশনারি, ২০১২। এখানে সম্ভবতই প্রশ্ন জাগে পূর্বোক্ত কাজগুলো কার জন্য কে করে? বস্তুত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বলতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাকেই বোঝায়, ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়। সুতরাং কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে অনুমান প্রণয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মী ও কার্যাবলিকে সংগঠিত করা, কর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান, বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো এবং সার্বিক কার্যাবলির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপকে ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

অপরদিকে অর্থনীতি বলতে এমন একটি শাস্ত্রকে বোঝায়, যা সীমিত সম্পদ ও আয় নিয়ে অসীম অভাব পূরণের নিমিত্তে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করে। স্যামুয়েলসনের মতে, ব্যক্তি ও সমাজ অর্থ বা অর্থ ছাড়া কেমন করে দুষ্প্রাপ্য উৎপাদনশীল সম্পদকে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপাদনের কাজে নিয়োগের জন্য নির্বাচন করে এবং কীভাবে সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভোগের নিমিত্তে উক্ত সম্পদ বণ্টিত হয়, তা নিয়ে অর্থনীতি আলোচনা করে।

এখন আমরা ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদানের উদ্যোগ নিতে পারি। প্রথমেই বলা উচিত যে, ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি কথাটি মূলত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর এ প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত বাণিজ্যিক তথা উৎপাদনকারী, বিক্রয়কারী, বিপনণকারী ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকেই বোঝায়। সুতরাং, কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের নিমিত্তে এর সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যেসব ব্যবস্থাপকীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় সেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক তত্ত্বের পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ সম্ভাব্যতা নির্ণয় সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকেই ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি বলে।

কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের প্রধান কাজ হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলতে একাধিক কার্যক্রমের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেয়াকে বোঝায়। অপরদিকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন বলতে ভবিষ্যতে কোন কাজ কি মাত্রয় কিভাবে কোন কোন সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে কতটুকু সময়ের সধ্যে সম্পন্ন হবে এবং তার জন্য কি পরিমাণ ব্যয় হবে বা তার থেকে কি পরিমাণ আয় উপার্জন করতে হবে সে সম্পর্কে একটি সুসমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়নকে বোঝায়। কিন্তু যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন হয় সম্পূর্ন এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে। বস্তুত, যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয় অতীত তথ্য, চলতি তথ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথাসম্ভব সঠিক অনুমানের মাধ্যমে। এরূপ অনিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে গিয়ে অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহের সাহায্য নিলে কার্যধারা আরও সহজ হয়। যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যাবসায়ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আগাম পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়া হয়, সেসব পদ্ধতি এবং তৎসংযুক্ত কর্মকাঠামোকে বলা হয় ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন-

হেগের মতে, 'ব্যাবসায়ের সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তা করার কার্যকরী রাস্তা নির্দেশ করে ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি, যা অর্থনীতি গণিত এবং পরিসংখ্যানের যুক্তিসমূহ ব্যবহার করে'। উৎস: এ টেক্সট বুক অফ ইকোনমিক থিওরি-৩।

এম সি নেয়ার এবং মেরিয়ামের মতে, 'ব্যাবসায়িক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা চিন্তাধারার ব্যবহারসংক্রান্ত কাজে ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি ব্যাপৃত।'

ম্যান্সফিল্ড-এর মতে, 'খাটি বিশ্লেষণমূলক সমস্যাদি বা অর্থনৈতিক তত্ত্বের কৌতূহল থেকে সৃষ্ট এবং ব্যবস্থাপকদের আবশ্যকীয়ভাবে মুখোমুখি হতে হয় এমন নীতি-নির্ধারণী সমস্যা- এ দুয়ের মধ্যে একটি সেতু রচনার উদ্যোগ নেয় ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি'। উৎস: ব্যষ্টিক অর্থনীতি- সিলেক্টেড রিডিং (ম্যান্সফিল্ড)।

জোয়েল ডীন-এর মতে, 'ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে কীভাবে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যাবসায়িক নীতি-নির্ধারণে ব্যবহৃত হয় তা দেখানো।

সুতরাং ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি বলতে এমন একটি শাস্ত্রকে বোঝায়, যা ব্যাবসায় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহের প্রয়োগসমূহের আলোচনা করে থাকে।

ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতিকে ভালোভাবে বুঝতে হলে এবং এর বিষয়বস্তুর পরিধি সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে এর কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা একান্ত আবশ্যক। ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হলো–

১। **ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক আলোচনা :** ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি মূলত ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করে। কারন এই অর্থনীতির বিশ্লেষণের একক হলো প্রতিষ্ঠান। সামগ্রিক অর্থনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণের জন্য ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি ব্যবহৃত হয় না।

২। **প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা :** ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি সাধারণত কোনো ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে মুনাফা তত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করে।

৩। **প্রতিষ্ঠানের জটিলতা নিরসনসংক্রান্ত আলোচনা :** ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহের প্রয়োগক্ষেত্রে যেসব অসম্পূর্ণতা ও জটিলতা রয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ ব্যাবসায়িক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের জন্য অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহের প্রয়োগসংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি কাজ করে।

৪। **আদর্শগত অর্থনৈতিক আলোচনা :** সাধারণ অর্থনীতি শুধু অর্থনীতির বিভিন্ন চলকের মধ্যে সর্বজনীন সম্পর্ককে প্রকাশ করে। কিন্তু উক্ত চলকগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের সম্পর্ক কাম্য বা কীরূপ সম্পর্ক বিরাজ করলে প্রতিষ্ঠানের অধিক আর্থিক সুবিধা অর্জিত হবে, তা অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতিতে উক্ত অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং চলকগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে কীভাবে উক্ত সম্পর্ক কাম্য অবস্থায় আনা যায় তা নিয়ে আলোচনা করে।

৫। **সামষ্টিক অর্থনৈতিক আলোচনা :** কোন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি অনেক সময় বিভিন্ন সামষ্টিক চলক যেমন মুদ্রাস্ফীতি, জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি, সরকারী রাজস্ব ও আর্থিক নীতি ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর এসব যেহেতু সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় সেহেতু ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতিতেও সামষ্টিক অর্থনৈতিক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির আওতা ও পরিধি

ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির কোনো সুনির্দিষ্ট আওতা বা সীমারেখা নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন। কেননা বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন বিষয়াদিকে ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। বস্তুত সময়ের পরিবর্তনে ব্যাবসায়িক কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, পরিধি ও জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও নীতিমালা প্রয়োগের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ জন্যই ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় তথা এর পরিধি স্থির নয় বরং পরিবর্তনশীল। যে সকল বিষয় সাধারণভাবে ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতিতে আলোচিত হয়ে থাকে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো–

১। চাহিদা বিশ্লেষণ ও চাহিদা অনুমান : কোনো প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকারী বা ব্যাবসায়িক যা-ই হোক না কেন যদি এর দ্রব্যের চাহিদা সম্পর্কে ধারণা না থাকে তাহলে উৎপাদন, বিক্রয়, দাম নির্ধারণ, মুনাফা নির্ধারণ ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া কষ্ট হয়ে পড়ে। তাই ব্যবস্থাপকগণকে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে চাহিদার সাধারণ অর্থনৈতিক বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ভবিষ্যৎ চাহিদার পরিমাণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী চাহিদার পরিমাণ কতটুকু হতে পারে তা অনুমান করতে হয়। চাহিদা বিশ্লেষণ ও চাহিদা অনুমান করতে গিয়ে যেসব কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার সবই ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

২। খরচ এবং উৎপাদন বিশ্লেষণ : পরিকল্পনা গ্রহণ, দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ, মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ, বিনিয়োগ সম্ভাব্যতা যাচাই ইত্যাদির জন্য খরচ বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। খরচ বলতে অর্থনৈতিক খরচকেই বোঝায়, অর্থাৎ পরিবর্তনশীল এবং স্থায়ী খরচ বিশ্লেষণ করতে হয়। এর জন্য হিসাবস্থিত তথ্যাদি এবং বিভিন্ন সম্ভাব্য অবস্থার প্রেক্ষিতে গৃহীত অনুমান দুই-ই প্রয়োজন। অপরদিকে উৎপাদন বিশ্লেষণপূর্বক উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদিত দ্রব্যের গুনগতমান, উৎপাদন কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করা যায়, যা বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। এভাবে খরচ এবং উৎপাদন বিশ্লেষনের জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তার সবই ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। কারণ, খরচ এবং উৎপাদন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেসব চলক বিবেচনা করা হয়, যেমন– স্থির খরচ, পরিবর্তনশীল খরচ ইত্যাদি অর্থনৈতিক চলক রূপে পরিচিত। আবার যেসব পদ্ধতি আরোপিত হয় যেমন– ভারসাম্যাবস্থা বিশ্লেষণ, উৎপাদন অপেক্ষক, খরচ উৎপাদন সম্পর্ক বিশ্লেষণ ইত্যদিও ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

৩। দাম নির্ধারণসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, নীতিমালা এবং প্রযোগ : যেকোনো প্রতিষ্ঠানের নিকটই দাম নির্ধারনের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা দ্রব্যের দাম যদি ক্রেতাদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় তাহলে প্রত্যাশিত হারে মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়, বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায় এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটি সফল ও সার্থক হয়। দ্রব্যের দামসংক্রান্ত যেসব বিধি ও নীতিমালা সাধারণ অর্থনৈতিক আলোচনার অন্তর্ভূক্ত সেসবকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে বাস্তব পরিস্থিতিতে কোন প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা যায় তা ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতিতে আলোচিত হয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি হলো দাম নির্ধারণ পদ্ধতি, পার্থক্যমূলক দাম নির্ধারণ, দাম পূর্বানুমান ইত্যাদি।

৪। মুনাফা ব্যবস্থাপনা : প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হলো মুনাফা সর্বাধিককরণ। এর জন্য প্রতিটি বিনিয়োগ প্রকল্প থেকে সম্ভাব্য কী হারে আয় উপার্জিত হতে পারে, উক্ত হারে আয় উপার্জনের জন্য কী পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে, অর্জিত লাভের কতটুকু পুনর্বিনিয়োগ করা হবে এবং কতটুকু আবণ্টিত হবে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন রয়েছে। আর এসংক্রান্ত কার্যক্রম তথা মুনাফা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

৫। মূলধন ব্যবস্থাপনা : ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির অন্যতম বিষয়বস্তু হলো মূলধন ব্যবস্থাপনা । মূলধন ব্যবস্থাপনা বলতে প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ, ন্যূনতম খরচের মূলধনের উৎস বাছাই ও মূলধন সংগ্রহ, সংগৃহীত মূলধন সর্বাধিক লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ ইত্যাদিকে বোঝায়। এই প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতিতে মূলধন কাঠামো অনুযায়ী মূলধন সংগ্রহ, সংগৃহীত মূলধন কীভাবে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যায়, অর্থাৎ বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, বিনিয়োগ কার্যক্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতিতে আলোচিত হয়ে থাকে।

সুতরাং ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির সার্বিক আলোচ্য বিষয়সমূহ একটিমাত্র বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত হয়, তা হলো প্রতিষ্ঠানের আয় সর্বাধিককরণ। এই আয় সর্বাধিককরণ করার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠানসমূহ চাহিদা বিশ্লেষণ ও চাহিদা পূর্বানুমানের মাধ্যমে কাম্য উৎপাদন স্তর নির্ধারণ করে, চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে, উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করে এবং সর্বোপরি পূর্বনির্ধারিত হারে আয় উপার্জনকে নিশ্চিত করার জন্য মুনাফা ব্যবস্থাপনা করে থাকে। আর এই সার্বিক কার্যক্রম যেহেতু ঝুঁকিবহুল পরিস্থিতিতে সম্পন্ন হয়, তাই প্রতিষ্ঠানসমূহ সবসময় চেষ্টা করে ঝুঁকি ও আয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে।

ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য

অনেকেই ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতিকে পৃথক একটি শাস্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায় না। তাদের মতে, ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি সাধারণ অর্থনীতিরই একটি অংশমাত্র। প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ অর্থনীতির সাথে ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির কিছু মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ–

১. অর্থনীতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নীতিমালার কাঠামো নিয়েই আলোচনা করে, কিন্তু ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি উক্ত নীতিমালার বাস্তব প্রায়োগিক রূপরেখা কীরূপ হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করে।

২. ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য এমনই যে এর বিষয়বস্তু কেবল ব্যষ্টিক অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অপরদিকে অর্থনীতি বলতে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উভয় প্রকার অর্থনীতিকেই বোঝায়।

৩. সাধারণ ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন উৎপাদন ও উপকরণাদির মধ্যে আয়ের বণ্টন নিয়ে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ ভূমির খাজনা, শ্রমের মজুরি, মূলধনের সুদ, সংগঠনের জন্য মুনাফা ইত্যাদি বিষয়াদিই ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। কিন্তু ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি কেবল মুনাফা বণ্টনসংক্রান্ত তত্ত্ব নিয়েই প্রধানত আলোচনা করে থাকে।

৪. ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মুনাফা সর্বাধিককরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু সাধারণ অর্থনীতি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য অর্জনের পথ নির্দেশ করে না। এটি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক চলকগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

৫. সাধারণ অর্থনীতি হলো বর্ণনামূলক আর ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি হলো উদ্দেশ্যমূলক।

৬. সাধারণ অর্থনীতিতে অতীত পরিসাংখ্যিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত তত্ত্বসমূহ আলোচিত হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতিতে অতীত পরিসাংখ্যিক তথ্যের ভিত্তিতে বর্ণিত তত্ত্বসমূহ ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে কীরূপ ধারণ করতে পারে তাও নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত তাদের অতীত অভিজ্ঞতা এবং সরাসরি অনুমানের উপর ভিত্তি করে কোনোক্রমে তাদের বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান উৎপাদন এবং কার্যক্রমের দিক থেকে বৃহৎ আকারের অথবা যেসব প্রতিষ্ঠান নতুন ধরনের দ্রব্যের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সাথে জড়িত সেসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এতটা জটিল এবং অনিশ্চিত যে তাদের পক্ষে শুধুমাত্র অনুমানপ্রসূত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে

সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। তাই এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থনীতির সাধারণ বিধি বা নিয়মাবলিকে নিজস্ব আঙ্গিকে কীভাবে সফলভাবে প্রয়োগ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায় সেই চেষ্টাই করতে হয়। অর্থাৎ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মিল্টন এইচ স্পেন্সার এবং লুইস সিগেলম্যান-এর মতে, ব্যাবসায় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্থনীতির প্রয়োগ বা ব্যাবসায়িক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহের সমন্বয় সাধনের বিষয়টি নিম্নোক্ত কারণে গুরুত্বপূর্ণ-

১. সনাতনী তাত্ত্বিক অর্থনৈতিক ধারণাসমূহকে প্রকৃত ব্যাবসায়িক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য করে তোলার জন্য ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির আশ্রয় নিতে হয়। অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহে সাধারণত বিভিন্ন অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কিছু মডেল দাঁড় করানো হয় এবং প্রতিষ্ঠানসমুহের জন্য সম্ভাব্য কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। কিন্তু এসব অনুমানের কারণে উক্ত মডের বা তত্ত্বসমূহ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃত কার্যক্রমের ব্যাখ্যা সেসব তত্ত্ব থেকে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রকৃত ব্যাবসায়িক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন অর্থনৈতিক তত্ত্বকে অর্থবহ এবং এর অনুমানসমূহকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ব্যাখ্যাযোগ্য করে তুলতেই হয়। তাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট সাধারণ অর্থনীতির চেয়ে ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

২. বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক অনুমান তথা চাহিদার বিভিন্ন প্রকার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের জন্য ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির আশ্রয় নিতে পারে। যেমন আয় স্থিতিস্থাপকতা, দাম স্থিতিস্থাপকতা, আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা, বিক্রয় প্রসারণ স্থিতিস্থাপকতা, খরচ উৎপাদন সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়াদি পরিমাপের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পূর্বানুমান করা হয়।

৩. বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্যও ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির আশ্রয় নিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ মুনাফা, চাহিদা, উৎপাদন, খরচ, দাম, মূলধন ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে। এসব পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয় এজন্যই যে, এসব পরিমাণ নির্ধারণের মাধ্যমে অনিশ্চিৎ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপকগণ মোটামুটি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং আগাম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন।

৪. বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক পরিমাণ নির্ধারণের পর সেগুলোর ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার ব্যাবসায়িক নীতি যেমন- দামনীতি, বিক্রয়নীতি, ক্রয়নীতি, কর্মীনীতি ইত্যাদি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির প্রয়োগ ঘটানো হয়। অর্থনৈতিক পরিমাণসমূহ নির্ধারণের সময় এমনভাবে কার্যক্রম সম্পাদিত হয় যে কোনো কৌশল অবলম্বন করা হলে কী ধরনের ফলাফল দেখা দিতে পারে এবং সেসবের সম্ভাবনার পরিমাণ কীরূপ তাও নির্ধারিত হয়। ফলে বিভিন্ন বিকল্প কৌশলের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক কৌশলটি বেছে নেয়া যায়।

৫. কোনো প্রতিষ্ঠান যে অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে কাজ করে এবং যেসব অর্থনৈতিক বাহ্যিক শক্তির সাথে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়; সেসব অর্থনৈতিক পরিবেশ ও প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিকে অনুধাবনের জন্য ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির প্রয়োগ ঘটাতে হয়। যেমন জাতীয় আয়ের পরিবর্তন, মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন, সরকারি রাজস্ব ও মুদ্রানীতির পরিবর্তন, বাণিজ্যচক্রের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো একদিকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে থাকে, অপরদিকে একক ভাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানও এসব বাহ্যিক পরিবেশ ও শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই প্রতিষ্ঠানের উচিত বাহ্যিক অর্থনৈতিক পরিবেশ ও শক্তিকে বিশ্লেষণ, অনুধাবন এবং যথাসম্ভব সেসবের প্রতিকূলতাকে কমানোর প্রচেষ্টা চালানো। আর এই প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

বস্তুত বর্তমানে অর্থনৈতিক জটিলতা ও অস্থিতিশীলতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই নতুন নতুন তত্ত্ব ও নীতিমালা নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ হচ্ছে। কিন্তু এসব তত্ত্ব ও নীতিমালা সময়োপযোগী হওয়া সত্ত্বেও এগুলোকে নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যকীয়।

সারসংক্ষেপ

- ব্যাবসায়ের সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তা করার কার্যকরী রাস্তা নির্দেশ করে ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি, যা অর্থনীতি, গণিত এবং পরিসংখ্যানের যুক্তিসমূহ ব্যবহার করে;
- ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে কীভাবে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যাবসায়িক নীতি-নির্ধারণে ব্যবহৃত হয় তা দেখানো;
- সনাতনী তাত্ত্বিক অর্থনৈতিক ধারণাসমূহকে প্রকৃত ব্যাবসাযিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য করে তোলার জন্য ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির আশ্রয় নিতে হয়;
- ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য এমনই যে এর বিষয়বস্তু কেবল ব্যষ্টিক অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অপরদিকে অর্থনীতি বলতে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উভয় প্রকার অর্থনীতিকেই বোঝায়।

পাঠ ১.৩ অর্থনীতির প্রকারভেদ এবং কতিপয় মৌলিক অর্থনৈতিক ধারণা

Classification of Economics and some Fundamental Economic Concepts

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ইতিবাচক অর্থনীতি ও নীতিবাচক অর্থনীতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবেন;
- ব্যষ্টিক ও সমষ্টিগত অর্থনীতির মধ্যকার পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন ;
- ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পারস্পরিক গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারবেন;
- অর্থনীতির তিনটি মৌলিক সমস্যা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অর্থনীতির শাখা

Branches of Economics

অর্থনীতিতে দু'ধরনের বক্তব্য আছে। যেমন–

(i) ইতিবাচক বক্তব্য (Positive Statement) এবং

(ii) নীতিবাচক বক্তব্য (Normative Statement)।

অর্থনীতির যে শাখা ইতিবাচক বক্তব্য পর্যালোচনা করে, তাকে ইতিবাচক অর্থনীতি এবং যে শাখা নীতি বা আদর্শমূলক বক্তব্য পর্যালোচনা করে তাকে নীতিবাচক অর্থনীতি বলে।

ইতিবাচক অর্থনীতি

Positive Economics

প্রথমে বোঝা দরকার ইতিবাচক বক্তব্য কি?

দু'টো বক্তব্য উল্লেখ করা হলো: (i) গত বছরের তুলনায় এ বছরে মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি। (ii) যুক্তরাজ্যের প্রবৃদ্ধির হার পশ্চিম জার্মানির তুলনায় বেশি। এই বক্তব্য দুটো বাস্তব তথ্য দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব। যেসব বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা বাস্তব তথ্য দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব, তাদেরকে ইতিবাচক বক্তব্য বলে। এ জাতীয় বক্তব্য ইতিবাচক অর্থনীতির আওতাভুক্ত। ইতিবাচক অর্থনীতি কিভাবে করা যায়। বা কী কারণে করা হবে- এ জাতীয় বক্তব্য পর্যালোচনা করে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও বাস্তব তথ্যের ওপর ইতিবাচক অর্থনীতি নির্ভর করে। ইতিবাচক বক্তব্য সরল বা জটিল হতে পারে এবং এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কোনো মতভেদ দেখা দিলে তা বাস্তব তথ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ ও বর্জন করা সম্ভব। যা বিদ্যমান এবং যা ঘটেছে কেবল তারই আলোচনা করা ও কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করা ইতিবাচক অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য।

নীতিবাচক অর্থনীতি

Normative Economics

কোনটি করা উচিত বা কোনটি করা উচিত নয়– এ ধরনের আদর্শমূলক বক্তব্যকে নীতিবাচক বক্তব্য বলে। যেমন– সম্পদের অপচয় রোধে তার সুষ্ঠু বণ্টন হওয়া উচিত। এটি একটি নীতিবাচক বক্তব্য। নীতিবাচক বক্তব্য সাধারণত ঔচিত্যের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। ইতিবাচক বক্তব্যের মতো এ ধরনের বক্তব্য বাস্তব তথ্য দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় না। ফলে নীতিবাচক বক্তব্যে মতভেদ দেখা দিলে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা তা গ্রহণ বা বর্জন করা যায় না। অনেক

সময় ইতিবাচক বক্তব্য থেকে নীতিবাচক বক্তব্য বেরিয়ে আসতে পারে। অনুরূপভাবে, নীতিবাচক বক্তব্য থেকেও অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক বক্তব্য বের হয়ে আসতে পারে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে অর্থনীতির যে শাখায় আদর্শগত মূল্যায়নের ভিত্তিতে নীতিবাচক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়, তাকে নীতিবাচক অর্থনীতি (Normative Economics) বলে। একে অনেক ক্ষেত্রে কল্যাণ অর্থনীতি (Welfare Economics) হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

তাত্ত্বিকভাবে অর্থনীতিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়– ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতি

ব্যষ্টিক অর্থনীতির ধারণা

ব্যষ্টিক অর্থনীতি বা Micro Economics-এর Micro শব্দটির অর্থ ক্ষুদ্র। Micro শব্দটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ Mikros থেকে নেয়া হয়েছে। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগতভাবে ব্যষ্টিক অর্থনীতি ক্ষুদ্র এককের আচরণ আলোচনা করে। যেমন– একজন ভোক্তা, উৎপাদক, শিল্প প্রভৃতি হলো এক একটি ক্ষুদ্র একক। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষুদ্র এককে পৃথকভাবে বিবেচনা করে এদের ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যষ্টিক অর্থনীতি আলোচনা করে। আমরা যখন কোনো ভোক্তার আচরণ, একটি শিল্পের উৎপাদন, দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ অথবা ভোক্তা, উৎপাদক শিল্পের ভারসাম্য আলোচনা করি তখন এগুলোকে ব্যষ্টিক অর্থনীতির বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অতএব আমরা বলতে পারি, যে অর্থনীতিতে কোনো বিশেষ ফার্ম, একক শিল্প, একক পরিবার, দ্রব্য, উপকরণ প্রভৃতির আচরণ এবং চাহিদা, যোগান ও মূল্য সম্বন্ধে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হয় তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি (Micro Economics) বলে। ব্যষ্টিক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো বা এর তাত্ত্বিক কাঠামো নিচের চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হলো :

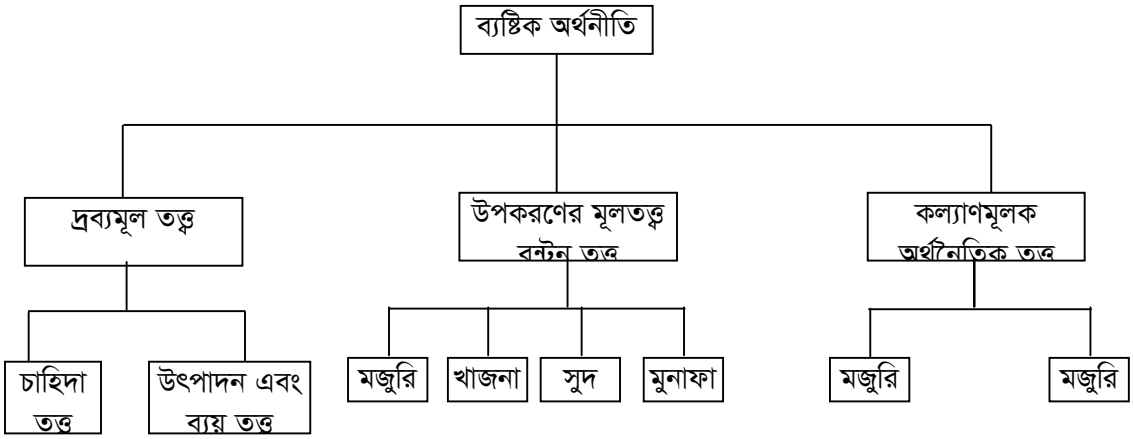

সমষ্টিগত অর্থনীতির ধারণা

সমষ্টিগত অর্থনীতি বা Macro Economics-এর Macro শব্দের অর্থ বড়। এ শব্দটি গ্রিক শব্দ Makros থেকে এসেছে। সুতরাং শব্দগত দিক থেকে সমষ্টিগত অর্থনীতি গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করে। অর্থনীতির এ শাখা বিভিন্ন ক্ষুদ্র একক যেমন– বিশেষ ব্যক্তি, উৎপাদক, একক পরিবার বা শিল্প সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করে না। বরং এটি বৃহত্তর পরিবেশে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে। অর্থাৎ সমষ্টিগত অর্থনীতি ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে জাতীয় আয়, ব্যক্তির উৎপাদনের পরিবর্তে জাতীয় উৎপাদন, নির্দিষ্ট দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যসমষ্টি, দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তে সাধারণ মূল্যস্তর, ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিবর্তে জাতীয় বিনিয়োগ, ব্যক্তিগত ভোগের বদলে জাতীয় ভোগ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। অধ্যাপক একলি (Ackley) সমষ্টিগত অর্থনীতিকে একটি হাতির সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন যে, হাতির আকার, আয়তন ও কর্মধারা বিশ্লেষণের সাথে সমষ্টিগত অর্থনীতির মিল আছে। কিন্তু সে হাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা ও তাদের পৃথক ক্রিয়াকর্ম সমষ্টিগত অর্থনীতির বিষয় হতে পারে না। সমষ্টিগত অর্থনীতির চিন্তাধারার ক্ষেত্রে জে এম কেইনসের অবদান সীমাহীন। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমষ্টিগত অর্থনীতির তাত্ত্বিক কাঠামো নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় :

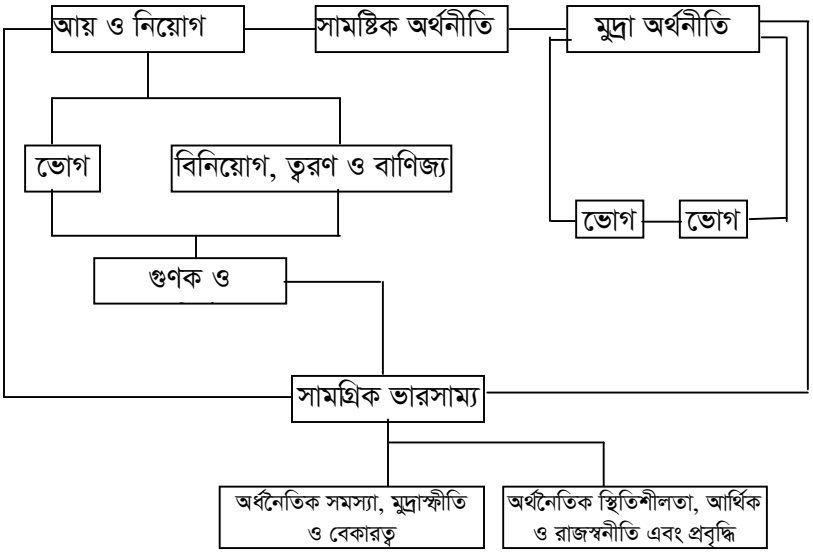

ব্যষ্টিক ও সমষ্টিগত অর্থনীতির পার্থক্য

Difference between Micro Economics and Macro Economics

ব্যষ্টিক ও সমষ্টিগত অর্থনীতির সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায় এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ১৯৯৩ সালে ওসলো (Oslo) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাগনার ফ্রিশ (Ragner Frisch) অর্থনীতিতে 'মাইক্রো' ও 'ম্যাক্রো' শব্দ দু'টোর প্রচলন করেন। ১৯৩৬ সালে কেইনসের 'General Theory of Empoyment, Interest and Money' তে অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে মাইক্রো ও ম্যাক্রো এ দু'খাতে প্রবাহিত করা হয়। ব্যষ্টিক ও সমষ্টিগত অর্থনীতির পার্থক্যগুলো নিচে উলেখ করা হলো ঃ

(১) উভয়ের মধ্যে সংজ্ঞাগত পার্থক্য বিদ্যমান। গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার টুকরো টুকরো অংশের বিবেচনা হলো ব্যষ্টিক অর্থনীতি। অপরদিকে, অর্থনীতির বিশালতাকে যখন বিবেচনা করা হয়, তা সমষ্টিগত অর্থনীতি। ব্যষ্টিক অর্থনীতি সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম অংশগুলোর আচরণ ও তাদের কার্যাবলি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করে। সমষ্টিগত অর্থনীতি সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে বিবেচনা করে তার আচরণ ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে।

(২) ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে যা স্থির চলক, সমষ্টিগত অর্থনীতিতে তা পরিবর্তনযোগ্য। আবার সমষ্টিগত অর্থনীতিতে যা স্থির চলক, তা ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে পরিবর্তনযোগ্য বিষয়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ব্যষ্টিক অর্থনীতি যখন আলোচনা করা হয় তখন সমষ্টিগত চলকসমূহ যেমন– মোট আয়, উৎপাদন প্রভৃতি স্থির ধরা হয়। আবার সমষ্টিগত অর্থনীতি আলোচনার সময় ব্যষ্টিক চলক হিসাবে ব্যক্তি বা উৎপাদকের মধ্যে আয়ের বণ্টন স্থির ধরা হয় ।

(৩) ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন এককের কার্যাবলি ও আচরণ ব্যাখ্যার জন্য আংশিক ভারসাম্য পদ্ধতি (Method of partial equilibrium) ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে সমষ্টিগত অর্থনীতিতে বিভিন্ন চলকসমূহের আচরণ ও গতিধারা বিশ্লেষণের জন্য সামগ্রিক ভারসাম্য পদ্ধতি (Method of general equilibrium) অনুসরণ করা হয়।

ব্যষ্টিক ও সমষ্টিগত অর্থনীতির পারস্পরিক গুরুত্ব

Relative Importance of Micro economics and Macro economics

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যাষ্টিক ও সমষ্টিগত অর্থনীতি পরস্পরের প্রতিযোগী নয় বরং পরস্পরের পরিপূরক। বস্তুত পৃথকভাবে উভয় পদ্ধতি একটি অসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। কারণ যেকোনো একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে কখনোই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো দেশের জাতীয় আয় আলোচনা করতে হলে প্রথমেই সে দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তির আয় আলোচনা করতে হবে। আবার মনে করুন, সমাজের কোন ব্যক্তিবিশেষের

ভোগব্যয় বাড়লেই সে সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়বে তা বলা সম্ভব নয়। সুতরাং সমষ্টিগত অর্থনীতি বিশ্লেষণের জন্য ব্যষ্টিক অর্থনীতির প্রয়োজন হয়। উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক।

অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি (Nature of Economic Problems) : মানুষ কীভাবে সীমিত সম্পদ (ভূমি, শ্রম এবং মূলধন দ্রব্য যেমন– ট্রাক, মেশিনারি, বিল্ডিং প্রভৃতি) ব্যবহার করে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগ করে, অর্থনীতি তাই আলোচনা করে। সীমিত সম্পদের সাহায্যে মানুষ তার সীমাহীন অভাব পূরণ করতে গিয়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। মানুষের জীবনের এই অর্থনৈতিক সমস্যার দুটো দিক রয়েছে। যেমন– (i) স্বল্পতা ও (ii) নির্বাচন।

(i) স্বল্পতা (Scarcity) : মানুষের জীবনের সকল অর্থনৈতিক সমস্যার মূল হলো সম্পদের স্বল্পতা। যদি মানুষ সম্পদের স্বল্পতায় না ভুগত তাহলে অর্থনীতির আলোচনাও প্রয়োজন হতো না। মানুষের অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদ খুবই সীমিত। তাকে এই সব সম্পদের মাধ্যমে তার অসীম অভাব পূরণ করতে হয়। এর ফলে স্বল্পতার সমস্যার উদ্ভব হয়। তার অর্থ এই নয় যে, মানুষ গরিব অথবা তার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা অপূরণীয় থাকছে। সমাজে সম্পদের স্বল্পতার কারণে মানুষ তার সীমাহীন অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কজে লিপ্ত হয়।

(ii) নির্বাচন (Choice) : নির্বাচন এবং স্বল্পতা পাশাপাশি অবস্থান করে। সম্পদের স্বল্পতা থেকে নির্বাচনের উদ্ভব হয়। আমরা জানি উৎপাদনের উপকরণসমূহ খুব সীমিত। একই উপকরণ একই সাথে দুটো কাজে ব্যবহার করা যায় না। যেমন– একই জমিতে একই সাথে ধান ও পাট উৎপাদন করা যায় না। সুতরাং উপকরণসমূহ ব্যবহার করার আগে মানুষকে ঠিক করতে হয়, কোন অভাবটি আগে মেটানো দরকার। সে তার অভাবসমূহের মধ্যে অধিকতর প্রয়োজনীয় অভাব আগে মিটাবে। এটিই বাছাই বা নির্বাচন সমস্যা। একজন ব্যক্তি, ব্যাবসায়ী অথবা সমাজ সব সময় তার বিকল্পসমূহের নির্বাচনকার্যে নিয়োজিত থাকে। একজন ব্যক্তি ঠিক হবে, সে চাকরি করবে না লেখাপড়া করবে, ভোগ করবে না সঞ্চয় করবে, প্রভৃতি। একজন ব্যাবসায়ী ঠিক করবে, সে কোথায় তার দ্রব্য সরবরাহ করবে, বজারে কী ধরনের দ্রব্য ছাড়বে, কতজন শ্রমিক নিয়োগ করবে, কোথায় তার নতুন ফার্ম প্রতিষ্ঠা করবে প্রভৃতি। আবার একটি দেশ ঠিক করবে, দেশের সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য বেশি অর্থ ব্যয় না করে বরং দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পেছনে অধিক অর্থ ব্যয় করবে, অধিক হারে কর আরোপ করবে প্রভৃতি।

অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাসমূহ
Fundamental Problems of Economics

প্রতিদিন আমাদেরকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন– দারিদ্র্য, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব প্রভৃতি। আমরা অর্থনৈতিক সমস্যা বলতে সাধারণ সম্পদের স্বল্পতার কথা বিবেচনা করি। প্রত্যেক সমাজকেই এই সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। কিন্তু এসব সমস্যা ছাড়াও অর্থনীতির তিনটি মৌলিক বা কেন্দ্রীয় সমস্যা রয়েছে। সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :

(i) কী উৎপাদন করা হবে?

(ii) কীভাবে উৎপাদন করা হবে?

(iii) কার জন্য উৎপাদন করা হবে?

সমস্যাগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো :

(i) কী উৎপাদন করা হবে? (What to produce?): সম্পদের স্বল্পতার জন্য উৎপাদককে ঠিক করতে হয় কী কী দ্রব্য কতটুকু পরিমাণে উৎপন্ন করবে। অর্থাৎ উৎপাদককে একই সাথে স্বল্পতা ও নির্বাচন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাকে বিভিন্ন অভাবের তুলনামূলক গুরুত্ব বিবেচনা করে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ও পরিমাণ স্থির করতে হয়। এই বিষয়টিকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার (Production Possibility Curve) সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়।

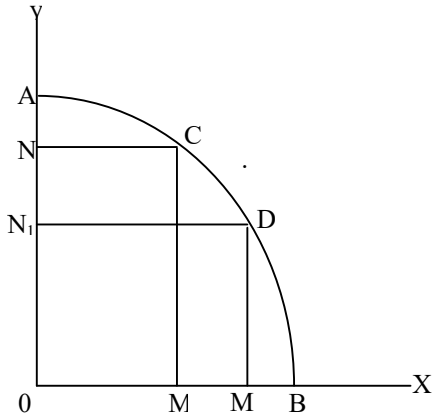

চিত্র ১.৩.১: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

উপরের ১.৩.১ চিত্রে AB হলো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। Ox অক্ষে x দ্রব্যের পরিমাণ এবং OY অক্ষে Y দ্রব্যের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। AB রেখা কোন অর্থনীতিতে X ও Y পণ্যের যে সব সংমিশ্রণ তৈরি হতে পারে তা প্রকাশ করে। এখন উৎপাদক যদি X দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট উপকরণের সবটাই ব্যবহার করে তাহলে OB পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যাবে। অর্থাৎ B বিন্দুতে X-এর উৎপাদন সর্বোচ্চ এবং Y-এর উৎপাদন শূন্য হবে। আবার উৎপাদক যদি Y দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সম্পূর্ণ উপকরণ ব্যবহার করে তাহলে OA পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যাবে। এক্ষেত্রে A বিন্দুতে Y-এর উৎপাদন সর্বোচ্চ ও X-এর উৎপাদন শূন্য হবে। সুতরাং AB উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সম্পদ প্রদত্ত অবস্থায় X এবং Y-এর সীমা প্রকাশ করে। অর্থাৎ AB রেখার যে কোনো বিন্দুতে X ও Y দুটোর যেকোনো সংমিশ্রণ উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন, C ও D বিন্দু দুটো X ও Y দ্রব্যের দুটো সংমিশ্রণ। C বিন্দুতে OM পরিমাণ X দ্রব্য এবং ON পরিমাণ Y দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব এবং D বিন্দুতে OM; পরিমাণ x দ্রব্য ও ON; পরিমাণ Y দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। কিন্তু সম্পদ সীমিত হওয়ার কারণে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা AB-এর বাইরে যেমন E বিন্দুতে দ্রব্য দুটোর কোন সংমিশ্রণ উৎপাদন করা সম্ভব নয়। আবার সমাজ F বিন্দুতে উৎপাদন করলে সম্পদের একাংশ অব্যবহৃত অবস্থায় থাকবে।

অতএব উপরের চিত্রের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে, প্রত্যেকটি সমাজকে স্থির করতে হয় সীমিত উপকরণগুলো কোন দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করবে এবং কী পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করবে। এটি প্রত্যেক সমাজের অন্যতম মৌল বা কেন্দ্রীয় সমস্যা।

(ii) কীভাবে উৎপাদন করা হবে? (How to produce?) : প্রত্যেক অর্থনৈতিক সমাজের দ্বিতীয় মৌল সমস্যা হলো কিভাবে উৎপাদন হবে। বিভিন্ন উৎপাদন কৌশলের সাহায্যে একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য যে অনুপাতে বিভিন্ন সম্পদ বা উৎপাদনের সংমিশ্রণ ব্যবহার করতে হয় তাকে 'উৎপাদন কৌশল' বলে। যেমন– এক মণ ধান অধিক জমি কম মূলধন ব্যবহার করে অথবা কম জমি ও অধিক শ্রমের সাহায্যে উৎপাদন করা যায়– একেই উৎপাদন কৌশল বলে। এখানে লক্ষণীয় যে, উৎপাদন করার সময় বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে (Substitution) সম্ভাবনা থাকায় একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিকল্প এক কৌশল ব্যবহার করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সমাজকে ঠিক করতে হয়, বিকল্প উপকরণের মধ্যে কোনটা ব্যবহার করবে। এ বিষয়টি সমউৎপাদন রেখার সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়।

এখানে সমাজকে ঠিক করতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য কোন উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করবে জমি ও শ্রপমর কোন্ সংমিশ্রণ দ্রব্যটি উৎপাদন করার জন্য ব্যবহৃত হবে। এটি যেকোনো অর্থনৈতিক সমাজের দ্বিতীয় মৌল সমস্যা।

(iii) কার জন্য উৎপাদন করা হবে? (For whom to produce?) ঃ এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উৎপাদিত দ্রব্য ভোগ করবে কে? কার জন্য উৎপাদন করা হবে? এটি অর্থনৈতিক সমাজের তৃতীয় মৌল সমস্যা। এতে প্রধান সমস্যা হলো যে, উৎপাদিত দ্রব্য বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে বন্টিত হবে। কেবল দ্রব্য উৎপাদন করলেই মানুষের অভাব মেটে না। বরং তা অনেকাংশ নির্ভর করে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সুষ্ঠুভাবে বণ্টন হলো কি না তার ওপর। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বণ্টনের ওপর মানুষের

কল্যাণও নির্ভর করে। যেমন– দ্রব্যের বণ্টন যদি সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সপক্ষে যায় তাহলে সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে না। তাই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে দ্রব্যের বণ্টন এমনভাবে হওয়া উচিত, যাতে সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চ হয়।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনীতির যে শাখা ইতিবাচক বক্তব্য পর্যালোচনা করে, তাকে ইতিবাচক অর্থনীতি এবং যে শাখা নাবিক আদর্শমূলক বক্তব্য পর্যালোচনা করে তাকে নীতিবাচক অর্থনীতি বলে।
- অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষুদ্র একককে পৃথকভাবে বিবেচনা করে এদের ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যষ্টিক অর্থনীতি আলোচনা করে।
- সমষ্টিগত অর্থনীতি ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে জাতীয় আয়, ব্যক্তির উৎপাদনের পরিবর্তে জাতীয় উৎপাদন, নির্দিষ্ট দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যসমষ্টি, দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তে সাধারণ মূল্যস্তর, ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিবর্তে জাতীয় বিনিয়োগ, ব্যক্তিগত ভোগের বদলে জাতীয় ভোগ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

ইউনিট মূল্যায়ন-১

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অর্থনীতি বলতে আপনি কী বুঝেন?

২. অর্থনীতি কি সম্পদের বিজ্ঞান? এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

৩. অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।- ব্যাখ্যা করুন।

৪. ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি কাকে বলে?

৫. সাধারণ অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির পার্থক্য লিখুন।

৬. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির সংজ্ঞা দিন।

৭. ইতিবাচক ও নীতিবাচক অর্থনীতির সংজ্ঞা দিন।

৮. সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৯. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা বলতে কী বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনীতির উপর অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞাটি সমালোচনা সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

২. 'অর্থনীতি এমন এক বিজ্ঞান' যা অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদের সম্পর্কবিষয়ক আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে।'-ব্যাখ্যা করুন।

৩. ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির আওতা ও পরিধি আলোচনা করুন।

৪. ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

৫. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য আলোচনা করুন।

৬. অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।